কুরআন ও হাদীসের আলোকে
মরণ ব্যাধি দুর্নীতি
সার্জেন্ট (অব.) মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সম্পাদনায় :মাসুদা সুলতানা রুমী

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

মরণব্যাধি দুর্নীতি

সার্জেন্ট (অবঃ) মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

সম্পাদনায়

মাসুদা সুলতানা রুমী

রিমঝিম প্রকাশনী

বুক্‌স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স

তৃতীয় তলা দোকান নং-৩০৯

৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

পরিবেশক :

প্রফেসরস পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়্যারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১১১২৮৫৮৬

প্রফেসরস বুক কর্ণার
১৯১, ওয়্যারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

প্রকাশক :

আবদুল কুদ্দুস সাদী
রিমঝিম প্রকাশনী
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী-২০১০ ইং

বর্ণবিন্যাস :
জবা কম্পিউটার
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১১৯১২৮৭৪৭০

প্রচ্ছদ : [illegible] রহমান

মুদ্রণে :
আল-ফয়সাল প্রিন্টার্স
৩৪, শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০৫

মূল্য : ২০.০০ টাকা মাত্র।

Published by Abdul Kuddus Sadi, Rimzim Prokashoni, Banglabazar. Dhaka.
Price : Tk. 20.00 Only.

প্রসঙ্গ কথা

কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণব্যাধি দুর্নীতি পুস্তকটি পড়ে যারপর নাই ভালো লাগলো। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লার অমীয় বাণী এবং রাসূল (সাঃ) এর উপদেশাবলীর (হাদিস) সমন্বয়ে এক চমৎকার হেদায়েতনামা লেখক শফিকুল ইসলাম ভাই আমাদের উপহার দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন।

আকারে ছোট হলেও বইখানি গুরুত্বে বৃহৎ। আমাদের দেশ ও সমাজ দুর্নীতিতে সয়লাব হয়ে গেছে। দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। লজ্জা রাখার জায়গা খুঁজে পাই না। বন্যা কিংবা জ্বলোচ্ছাস কবলিত মানুষ ক্ষুদ্র একখানি তক্তা পেলেও যেভাবে তা আঁকড়ে ধরে বাঁচার জন্য, জনাব শফিকুল ইসলাম ভাই-এর বইখানি এই দুর্নীতি কবলিত জনপদের জন্য আমার কাছে তেমনই মনে হয়েছে।

তাই তার বইখানি প্রকাশের ব্যবস্থা নিলাম। সুদূর কুয়েত প্রবাসী শফিকুল ইসলাম ভাইকে মহান আল্লাহ আরো ভালো লেখার তৌফিক দান করুন।

বইটির মধ্যে কোনো ক্রটিবিচ্যুতি থাকলে সে ক্রটি আমারই। কারণ ভাই সাহেব আমাকে ক্রটিবিচ্যুতি দেখে দিতে বলেছিলেন। সুপ্রিয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ক্রটি ধরা পরলে দয়া করে আমাকে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমি তা শুধরে নেব ইনশাল্লাহ। মহান রাব্বুল

আলামিন যেন আমাকে ক্ষমা করেন। বইখানি প্রকাশের এই সামান্য প্রচেষ্টাটুকু যেন কবুল করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বইখানি হৃদয়কে নাড়া দেওয়ার মত। প্রত্যেক মুমীনের পড়ার মত এবং ঘরে রাখার মতো। আমি বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আমীন, সুম্মা আমীন।

মাসুদা সুলতানা রুমী

লেখক পরিচিতি

সার্জেন্ট (অবঃ) মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম জেলায় ফুলবাড়ী উপজেলার অন্তর্গত কাশিপুর ইউনিয়ানের আজোটারী (কলমদারটারী) গ্রামে অত্যন্ত এক হতদরিদ্র সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ঃ ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ ইং সাল। পিতার নাম মুহাম্মদ কাদের বখ্শ (কাছু মিঞা) এবং মাতার নাম মুছাম্মৎ ছবিয়া বেগম। পিতামাতা উভয়ে বর্তমানে পরজগতের বাসিন্দা।

পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে পড়ালেখা বেশী করা সম্ভব হয় নাই। মাত্র মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত পড়ালেখা করে সংসারের অভাব-অনটন মিটানোর জন্য কর্মসংস্থান সেই সাথে দেশ ও জাতির পবিত্র স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ১লা জুলাই ১৯৮১ ইং সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ইএমই কোরে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রাপ্ত পদমর্যাদা অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তবে সেনাবাহিনীতে দীর্ঘদিন বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষক হিসেবে বেশী দায়িত্ব পালন করেছেন। সুদীর্ঘকাল চাকুরী করে অবশেষে ১২ জানুয়ারী ২০০১ ইং সালে সেনাবাহিনীতে হতে অবসর গ্রহণ করেন।

বর্তমান ঠিকানা
সার্জেন্ট (অবঃ) মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
গ্রাম ঃ কুঠিচন্দ্রখানা
পোস্ট ঃ গংগার হাট
উপজেলা ঃ ফুলবাড়ী
জেলা ঃ কুড়িগ্রাম
E-mail : abdalshafi@gmail.com

বিষয়সূচী

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

মরণব্যাধি দুর্নীতি

ভূমিকা

الٓر ـ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ

اَللّٰهُ الَّذِىْ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ـ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ـ

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ـ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ـ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ـ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ـ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

"আলিফ-লাম-রা" এই কিতাব (আল-কুরআন) এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আনতে পারো আলোর দিকে, তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্ব প্রশংসিত। (তিনি) আল্লাহ, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তা তাঁরই; কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্যে। যারা ইহ্জীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে নিবৃত করে আল্লাহর পথ হতে এবং আল্লাহর পথ বক্র করতে চায়; তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী

করে পাঠিয়েছি। তাদের নিকট (আল্লাহর কথাগুলো) পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪)

সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হচ্ছে মানবজাতি। এই মানবজাতিকে এমন সব গুন ও বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তাঁর অন্য কোন সৃষ্টিকে দান করেন নাই। দয়াময় আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাকে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভাল ও মন্দ দু'টি কর্মের স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধিও দান করেছেন। এ ব্যাপারে দয়াময় আল্লাহ বলছেন ঃ

"শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাকে তার সৎকর্ম ও তার অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে সফলতা লাভ করবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে ব্যর্থমনোরথ হবে, যে নিজেকে কলুষিত করবে।" (সূরা আস-শাম্স ঃ ৭-১০)

মানুষের সকল প্রকার সৎকর্মের পরিচালক দয়াময় আল্লাহ এবং সকল প্রকার অসৎকর্মের পরিচালক মানব জাতির চিরশত্রু অভিশপ্ত শয়তান ইবলিস। আর যাবতীয় অসৎকর্মের মধ্যে মানুষের জীবন ও সমাজ ধ্বংসকারী একটি উপাদান হচ্ছে দুর্নীতি। তাই আমরা আজ সেই দূর্নীতি সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোকপাত করার জন্যে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লাবিল্লাহ।

দুর্নীতি কি?

দয়াময় পরম দয়ালু সুমহান সৃষ্টিকর্তা ও পরম প্রতিপালক তাঁর সৃষ্ট জীবসমূহকে স্বাভাবিকভাবে কল্যাণময় জীবন পরিচালনার জন্যে যে সকল নিয়মনীতি এবং জ্ঞান-বুদ্ধি সহকারে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেই কল্যাণময় পথে বাধা সৃষ্টি করে নিজেদের যে কোন অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে যে সকল পথ ও পন্থা অবলম্বন করা হয় তাই দুর্নীতি। সাধারণভাবে বলতে গেলে জীবসমূহের জীবন-যাপনের স্বাভাবিক নিয়ম-নীতিকে বাধাগ্রস্থ করে অনিয়মিতভাবে ও অবৈধ উপায়ে অন্যের অধিকার হরণ করে নিজের যে কোন স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টাই হচ্ছে দূর্নীতি।

দুর্নীতির উপসর্গ ও তার সৃষ্টিকর্তা

দূর্নীতির উপসর্গসমূহ-আত্মিক। মানুষের অন্তঃকরণে সৃষ্ট লোভ, হিংসা, প্রতিহিংসা, গর্ব, অহংকার, অহমিকা প্রদর্শনেচ্ছা ইত্যাদি বদ স্বভাবসমূহই দুর্নীতিসহ যাবতীয় অসৎকর্ম করতে ইন্ধন জোগায়।

মানবজাতি যাতে আল্লাহর মহাকল্যাণ লাভের জন্যে তাঁর সাধারণ বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতির জ্ঞান অনুযায়ী চলতে না পারে এবং সর্বদাই যাতে মানব জাতি নিজেরা নিজেরা মহাধ্বংসে পতিত হয়ে শাস্তি ভোগ করে, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানুষের জন্য মানুষের দেহাভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ড নামক স্থানে উপরে বর্ণিত উপসর্গসমূহ সৃষ্টি হয়। আর সেই উপসর্গসমূহই মানুষকে দুর্নীতি করতে ক্রিয়াশীল করে তোলে। আর সেই মহাধ্বংসকারী উপসর্গসমূহের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে, আল্লাহর শত্রু, নবী ও রাসূলগণের শত্রু, ফিরিশতাগণের শত্রু সর্বোপরি মানব জাতির মহা ও চিরশত্রু অভিশপ্ত শয়তান ইবলিস। ঐ ইবলিস এবং তার কিছু অনুসারী সহজ-সরল মানব জাতির অন্তঃকরণে বিভিন্ন প্রকার পন্থায় লোভ হিংসা প্রদর্শনেচ্ছা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি কুস্বভাব সৃষ্টি করে। ফলে মানুষে মানুষে মারামারি, খুনাখুনি, হানাহানি, ধর্ষণ, ছিনতাই, প্রতারণা, আমানত আত্মসাৎ এবং দুর্নীতিসহ যাবতীয় মানব ধ্বংসকারী, সমাজ ধ্বংসকারী তথা দেশ ও বিশ্ব ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডসমূহ সংঘটিত হয়। ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

মানব জাতির সাথে শয়তান ইবলীসের শত্রুতা সৃষ্টির কারণ

মানব জাতির সাথে অভিশপ্ত শয়তান ইবলীসের শত্রুতা সৃষ্টির কারণ ও ঘটনাটি কমবেশী আমরা সকলেই জানি। তবে সেই ঘটনাটি আমরা অধিকাংশ বাংলাভাষী মানুষ পরস্পর পরস্পরের মুখে মুখে শুনেছি। পবিত্র আল-কুরআনে সেই ঘটনাটির বিস্তারিতভাবে বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনেকেরই আল-কুরআনের সাথে সম্পর্ক নাই তাই আমরা বিস্তারিত জানি না। আমি এ পর্যায়ে সেই ঘটনাটি পবিত্র কুরআন থেকেই তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

দয়াময় পরম দয়ালু সুমহান প্রতিপালক বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ - فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ - لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ -

"আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রূপদান করেছি, তারপর আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা আদম (আঃ)-কে সিজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করলো, যারা সিজদা করলো, সে (ইবলিস) তাদের দলভুক্ত হলো না।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১১)

তিনি (আল্লাহ) তাকে (ইবলীস)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি যখন তোমাকে আদম (আঃ)-এর নিকট নতশির হতে আদেশ করলাম তখন কোন বস্তু তোমাকে নতশির হতে নিবৃত করলো? সে (ইবলিস) উত্তরে বললো ঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি দ্বারা (সূরা আ'রাফ ঃ ১২)

"আল্লাহ (তখন ইবলীসকে) বললেন ঃ এ স্থান থেকে নেমে যা, এখান থেকে তুই অহংকার করবি তা হতে পারে না, সুতরাং বের হয়ে যা। (জান্নাত হতে), নিশ্চয়ই তুই ইতরদের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৩)

"সে (ইবলিস) বললো ঃ আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত (বেঁচে থাকার) অবকাশ দিন।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪)

"আল্লাহ বললেন ঃ তোকে (একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার) অবকাশ দেয়া হলো।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৬)

"অতঃপর আমি (তাদেরকে বিপদগামী তথা পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে) তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসবো, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭)

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا - لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ -

"তিনি (আল্লাহ অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে) বললেন ঃ (হে ইবলিস) তুই এখন থেকে (জান্নাত থেকে) দুর্গত, মরদুদ ও নাজেহাল অবস্থায় বের হয়ে যা; তাদের (বনি আদমের) মধ্যে যারা (আমি আল্লাহকে ছেড়ে) তোর অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।" (সূরা আরাফ ঃ ১৮)

এছাড়াও সূরা হিজর'র নিম্নবর্ণিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলছেন ঃ "সে (ইবলিস) বললো ঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে (আদমকে সিজদা না করার অপরাধে জান্নাত থেকে বের করে দিয়ে)আমাকে বিপদগামী করলেন তজ্জন্যে আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট (সকল প্রকার) পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় (লোভনীয়) কর তুলবো এবং আমি তাদের সকলকেই বিপদগামী করেই ছাড়বো। তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত (অনুগত ও নিবেদিত) বান্দাগণ নয়।"

(হিজর ঃ ৩৯-৪০)

তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ "এটাই আমার নিকট পৌছার সরল পথ। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার (অনুগত পরহেজগার) বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকবে না। (যারা তোর অনুসরণ করবে) অবশ্যই তাদের সবারই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে প্রত্যেক দরজার জন্যে পৃথক পৃথক দলও আছে।"

(হিজর ঃ ৪১-৪৪)

এছাড়াও সূরা বনী ইসরাইলের ৭ম রুকু, সূরা ত্বো-হা ৭ম রুকু এবং সূরা সোয়াদের ৫ম রুকতে মানব সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এ হচ্ছে মোটামুটিভাবে মানব জাতির সাথে অভিশপ্ত শয়তান ইবলিসের শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার মৌলিক ঘটনা। ঐ অভিশপ্ত শয়তান ইবলিস কিভাবে সেই বিভ্রান্তমূলক কাজগুলো করে, সেটা অত্যন্ত সুদীর্ঘ এক আধ্যাত্মিক আলোচনা। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সেই শয়তান ইবলিস কিভাবে সে কাজগুলির সূচনা করে, সে বিষয়ে সামান্য কিছু উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নে অতি সংক্ষেপে সামান্য একটু আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

মানব জাতির উপর শয়তান ইবলিসের প্রভাব বিস্তার পদ্ধতি

সুমহান প্রতিপালক ও দয়াময় সৃষ্টিকর্তা পরম যত্নে ও মমতায় অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানব দেহের কাঠামো সৃষ্টি করেছেন। আর সর্বাপেক্ষা অতি মহামূল্যবান একটি অঙ্গ সংযোজন করেছেন মানব দেহ কাটামোর অভ্যন্তরে। যার নাম হৃৎপিণ্ড। মানব দেহের এই হৃৎপিণ্ডটি একটি ডিজেল চালিত মটর যানের ফুয়েল ইনজেকশন পাম্পের মত। ডিজেল চালিত একটি ফুয়েল ইনজেকশন পাম্পের কাজ হচ্ছে ফুয়েল ট্যাংক হতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে আসা জ্বালানী তৈলকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইনজেকশন করে ইঞ্জিনের পিষ্টন হেডে প্রক্ষিপ্ত করা। তারপর সেই প্রক্ষিপ্ত জ্বালানী তৈল একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইঞ্জিনের পিষ্টন হেডে জ্বলতে থাকে এবং ঐ জ্বলন্ত জ্বালানী ইঞ্জিনে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করে। ইঞ্জিনে উৎপন্ন শক্তিকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইঞ্জিন তার সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলিতে পৌছে দেয়। ফলে মটর যানটির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা চালিত যন্ত্রাংশসমূহ সক্রিয় হয়ে মটর যানটিকে সঞ্চালন করতে সক্রিয় করে তোলে।

এমতাবস্থায় কোনক্রমে ফুয়েল ইনজেকশন পাম্পে যদি কোন প্রকার বাতাস বা হাওয়া ঢুকে যায়, তাহলে সেই বাতাস জ্বালানী তৈলের স্থান দখল করে নিয়ে ইনজেকশান পাম্প হতে ইঞ্জিনের পিষ্টন হেডে প্রক্ষিপ্ত জ্বালানী তৈলের স্বাভাবিক সরবরাহ বন্ধ করে দিবে। ফলে চলন্ত যানবাহনটি যে কোন সময়ে রাস্তায় থেমে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে। এতে করে চলন্ত সেই যানবাহনটি এবং গাড়ীতে অবস্থানকারী আরোহীগণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

আর মানব দেহের হৃৎপিণ্ডটিও ঐ ডিজেল মটর যানের ফুয়েল ইনজেশন পাম্পের মতই। দয়াময় প্রতিপালক বিশেষ ঐ অঙ্গটির মাধ্যমে মানব দেহের প্রত্রেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করেছেন এবং

সাথে এক বিশেষ উপাদানও; আর সেই বিশেষ উপাদানটি হচ্ছে রূহের নির্দেশ বা আল্লাহর নাযিলকৃত অহির জ্ঞান। আর এ ব্যাপারেই সুমহান প্রতিপালক বলেছেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ـ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِرَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

"তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল ঃ রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" (বনি ইসরাইল ঃ ৮৫)

আমরা সকলেই সাধারণভাবে এ কথাটি অবগত আছি যে, আমাদের হৃৎপিণ্ডেই রূহ এর অবস্থান। আর এই রূহের স্বাভাবিক খাদ্য বা জ্বালানী হচ্ছে আল্লাহ প্রেরিত অহির জ্ঞান। সেই হৃৎপিণ্ডটি অহির জ্ঞানকে প্রক্ষিপ্ত করে মানুষের মস্তিষ্কে দিয়ে দেয়। মস্তিষ্ক সেই অহির জ্ঞানকে বা অহির নির্দেশকে শরীরের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরার মাধ্যম শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দ্রুত পৌছে দেয়। ফলে তখন শরীরের হাত, পা, নাক, কান, চোখ, মুখসহ শরীরের সমস্ত গোপন প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ যার যার ক্রিয়াকর্মগুলো করতে থাকে।

অর্থাৎ, হৃৎপিণ্ডটি যখন আল্লাহর রূহের নির্দেশ বা অহির জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে তখন সেই জ্ঞানকে সাধারণত আমরা মানবিক বা মানবতার জ্ঞান বলে থাকি। যে জ্ঞানের মাধ্যমে সেই মানুষটি মানব জাতিসহ আল্লাহর সকল সৃষ্টিরাজীর মহাকল্যাণের কাজগুলো করে থাকেন। আর সেই হৃৎপিণ্ডে কল্যাণমূলক অহির জ্ঞানসমূহ কখনও কখনও সুমহান প্রতিপালকের ইলহামের মাধ্যমে, কখনও বা আল্লাহর কো দ্বীনি মজলিশে বসে দ্বীনি আলোচনা শোনার মাধ্যমে, কখনও বা আল্লাহর নেক বান্দা-বান্দীগণের গবেষণাধর্মী কোন ইসলামী বই কিতাব পড়লে, সর্বোপরি আল্লাহর নাযিল করা আসমানী কিতাবসমূহ বিশেষ করে পবিত্র আল-কুরআন এবং পবিত্র হাদীসে রাসূল (সাঃ) নিজের মাতৃভাষায়

গবেষণামূলক অধ্যায়ন করলে সেই পবিত্র অহির জ্ঞানসমূহ মানব হৃৎপিণ্ডে জমা বা সঞ্চিত হতে থাকে। সেই জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কল্যাণময় জ্ঞান যা দ্বারা একজন মানুষ মানবজাতিসহ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টজীবের মহাকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ করে থাকেন।

আর মানব জাতির দেহাভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ড মাত্র একটিই। এ ব্যাপারে দয়াময় প্রতিপালক বলেছেন ঃ

"আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই।"

(আহযাব ঃ ৪)

মানব হৃদপিণ্ডটিকে একটি পানির পাত্রের সাথে তুলনা করা যায়। যখন কোন পানির পাত্রটি পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে তখন সে স্থানে বাতাস থাকে না। কিন্তু যখন পাত্রটির পানি নিঃশেষ হয়ে যায় বা পানি না থাকে, তখন ঐ পাত্রটিকে বাতাস পরিপূর্ণভাবে পাত্রের সমস্ত স্থান দখল করে নেয়।

তদ্রূপ মানুষের হৃৎপিণ্ডটি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নাযিল করা অহির জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন কিছু এসে সেখানে থাকতে পারে না। যখন সেই হৃৎপিণ্ডটির অহির জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে যায় তখন যদি মোবাইলের ব্যাটারীর মত অহির জ্ঞান রিচার্জ করা না হয় তাহলে তখন সেই স্থানটি খালি পেয়ে আল্লাহর শত্রু, ফেরেশতাগণের শত্রু, নবী ও রাসূলগণের শত্রু সর্বোপরি মানবজাতির মহা ও চিরশত্রু অভিশপ্ত শয়তান ইবলীস দ্রুতবেগে ছুটে এসে মানুষের অজান্তেই সেই হৃৎপিণ্ডকে দখলে নিয়ে সেখানে তার সমস্ত প্রকার কুপ্ররোচনা, কুমন্ত্রণা দ্বারা হৃৎপিণ্ডটি ভরিয়ে তোলে। আর তখন সেই সকল উপসর্গ মানুষের মস্তিষ্কে যায়। মস্তিষ্ক সেই উপসর্গসমূহ অতি দ্রুত মানুষের শরীরের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌছে দেয়। তখন শরীরের হাত, পা, নাক, কান, চোখ, মুখসহ বিভিন্ন গোপন প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডসমূহ করে থাকে যার ফলে মানব জাতিসহ আল্লাহর সকল সৃষ্ট জীবের অমঙ্গল অকল্যাণ ও

বিপর্যয় ডেকে এনে সকলকেই ধ্বংসে পরিণত করে এবং তখন জন-সমাজ ও জন-জীবন বিপন্ন হয়ে পরে। আর এ ব্যাপারেই দয়াময় প্রতিপালক বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ـ وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ـ

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমি (তখন) তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে তারা সৎপথে রয়েছে।" (যুখরুফ ঃ ৩৬-৩৭)

সুমহান প্রতিপালক আরো বলেন ঃ

"শয়তান তোমাদের অভাব (অনটন) এর ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে (অন্তঃকরণে বিভিন্ন প্রকার লোভ-লালসা সৃষ্টি করে) অসৎ বিষয়ের আদেশ করে।" (বাকারা ঃ ২৬৮)

"শয়তান তাদের মানব সন্তানদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (বনি ইসরাইল ঃ ৫৩)

পবিত্র হাদীসের বর্ণনা ঃ "আবু আবদুল্লাহ আল-নোমান বিন বশির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দু'য়ের মধ্যে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে যা অনেকে জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে সে তার নিজের দ্বীনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা করেছে, আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়েছে সে হারামে পতিত হয়েছে এবং তার অবস্থা সেই রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণভূমির চারপাশে (গবাদী পশু) চরায় আর সর্বদা এ আশংকায় থাকে যে, সে যে কোন সময় কোন পশু তার মধ্যে প্রবেশ করে চরতে আরম্ভ করবে। সাবধান! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আল্লাহর এ সংরক্ষিত

এলাকা হচ্ছে হারাম বিষয়াদি জেনে রাখা। সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে; যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন গোটা দেহই নষ্ট হয়ে যায়–সেটাই হচ্ছে হৃৎপিণ্ড (দিল, হার্ট, হৃদয় বা অন্তঃকরণ)।”

(বুখারী ও মুসলিম)

শয়তান সম্পর্কে অন্য একটি হাদীসের বর্ণনা ঃ

“আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শয়তান (মানুষের তুলনায়) এত বেশী শক্তিশালী যে, একমাত্র (সর্বশক্তিমান) আল্লাহর সাহায্য ছাড়া শয়তানকে দুর্বল বা দমন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ শয়তান মানুষের শরীরের রক্তের সাথে মিশে শরীরের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে (সমস্ত শরীরে) বিচরণ করতে পারে।” (বুখারী)

আর তাই আজ পৃথিবীতে যত ধরনের হত্যা, খুন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, ধোঁকাবাজী, প্রতারণা, আমানত আত্মসাৎ এবং সকল প্রকার দুর্নীতিসহ যাবতীয় অশান্তি ও অকল্যাণ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্ব ধ্বংসকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর মূল পরিকল্পনাকারী হচ্ছে আল্লাহর শত্রু, ফেরেশতাগণের শত্রু, নবী ও রাসূলগণের শত্রু, সর্বোপরি সমস্ত মানব জাতির মহা ও চিরশত্রু অভিশপ্ত শয়তান ইবলিস ও তার কিছু অনুসারী মানুষ ও জ্বীন। এ মহাশত্রুরাই মানুষের অন্তঃকরণে যাবতীয় পাপকর্মসমূহকে শোভন ও লোভনীয় করে তুলে মানুষকে সেদিকে আকৃষ্ট করে। ফলে মানুষ তখন তাদের কুপ্ররোচনায় পড়ে সেই পাপ কাজগুলো করতে বাধ্য হয়।

যখন মানুষের হৃদপিণ্ডটি শয়তানের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তখন তার হৃদপিণ্ড থেকে সকল প্রকার মানবিক গুণাবলী তথা আল্লাহ প্রদত্ত অহির জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর ঠিক ঐ সময়ই শয়তান তারই মোহাবিষ্ট লোকটির দ্বারা মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির

মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডটি করিয়ে নেয়। আর মানবজাতির মহাশত্রু অভিশপ্ত শয়তান ইবলিস ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডটির সাথে সম্পৃক্ত থাকে যতক্ষণ যাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় এবং যাকে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করানো হয়েছে এই উভয়ে বিপদগ্রস্ত না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই শয়তান তার অনুসারী লোকটিকে ইন্ধন যোগাতে থাকে। যখন উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সেই মহাশত্রু দূরে সরে গিয়ে মানুষের বিপদগ্রস্তের তামাশা দেখে আত্মতৃপ্ত হয়।

এ ব্যাপারে প্রতিপালক বলেছেন ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۔ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

"শয়তান মানুষকে (অন্তঃকরণে কু-প্ররোচনা দিয়ে) বলে ঃ (তুমি) কুফরী কর; অতঃপর যখন সে (মানুষটি শয়তানের নির্দেশ) কুফরী করে, তখন শয়তান (সেই লোকটিকে) বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই; কারণ (তোমরা মানব জাতি আল্লাহকে ভয় না করলেও) আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।" (এই কথা বলে শয়তান ক্ষণিকের জন্য দূরে সরে যায়।) (সূরা হাশর ঃ ১৬)

এভাবে শয়তান যখন অপরাধী লোকটির নিকট থেকে দূরে চলে যায় তখনই তার অন্তঃকরণে মানবিক জ্ঞান ফিরে আসে তখন তার বিবেক তাকে দংশিতে থাকে আর তাই সে অপরাধের পর অনুতপ্ত হয়। এ অবস্থায় যদি সেই অপরাধী ব্যক্তিটি কোন একজন মুমিন ব্যক্তির সংগ পান তাহলে তার পরামর্শক্রমে আল্লাহর নিকট তাওবা করে সৎপথে ফিরে এসে ভাল মানুষ হিসেবে সমাজে চলতে পারেন।

আর যদি অপরাধী ব্যক্তির কৃত অপরাধের কারণে অনুতপ্ত হওয়ার সময় কোন শয়তানের অনুসারীর সংগ পান তখন সেই খারাপ ব্যক্তিটি তাকে হয়ত শান্ত্বনা দিয়ে কৃত অপরাধ সম্পর্কে নির্ভয় করে অথবা

অত্যাধিক ভীত-সন্ত্রস্ত করে অপরাধী ব্যক্তিকে জিদ্দি করে পরবর্তী অপরাধ করার জন্যে অনুপ্রেরণা যোগায়। এভাবেই মানুষ আস্তে আস্তে দুর্নীতি প্রবণ তথা ধ্বংস প্রবণ হয়ে উঠে।

সুমহান আল্লাহ বলেন ঃ

"শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৩৭)

দুর্নীতি করার পিছনে বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রভাব

মানুষ যখন দুর্নীতিসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর অপকর্মগুলো করে তখন তার উপর বিভিন্ন পরিস্থিতি প্রভাব বিস্তার করে। যেমন ঃ

(ক) নিজের অন্তঃকরণের মাত্রাতিরিক্ত লোভ-লালসা ঃ

দয়াময় প্রতিপালক মানব জাতিকে কিছু পরীক্ষামূলক বস্তুর লোভ-লালসা অন্তঃকরণে প্রক্ষিপ্ত করেই তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

যেমন দয়াময় প্রতিপালক এ ব্যাপারে বলেছেন ঃ "মানবমন্ডলীকে রমণীগণের সন্তান-সন্ততির, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য ভাণ্ডারের (অর্থাৎ ধন-সম্পদের), সুশিক্ষিত অশ্বের (বর্তমান যুগের নিত্য নতুন মডেলের অত্যাধুনিক যানবাহনের) ও পালিত পশুর এবং শস্য ক্ষেত্রের প্রেমাকর্ষণী দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। এগুলো পার্থিব জীবনের (পরীক্ষামূলক) সম্পদ এবং আল্লাহর নিকটেই (সকলের) শ্রেষ্ঠতম অবস্থান।"

(আল ইমরান ঃ ১৪)

আমরা যদি কেউ কাউকে প্রশ্ন করি, এতকিছু করছি কার জন্যে? জবাব দেই নিজের জন্যে তো কিছুই করছি না। যা কিছু করছি তো ঐ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিদের জন্যেই করছি। এই যে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিদের লোভ-লালসার শিকার হয়ে বৈধ-অবৈধ বা-বিচার না করেই যখন ধন-সম্পদ আহরণের নেশায় মত্ত হই। তখনই আমরা শয়তানের কু-প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণায় পড়ে বিভিন্নভাবে দুর্নীতি করছি। এভাবেই

আমরা অত্যাধিক লোভে পতিত হয়ে বিভিন্ন প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতি করছি এতে যেমন একদিকে মানুষের অধিকার হরণ করে ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছি, অপরদিকে আল্লাহর নিকট সীমালংঘনকারী হিসেবে অপরাধীর তালিকাভুক্ত হচ্ছি।

এ ব্যাপারেই সুমহান প্রতিপালক সকলকেই সাবধান করে দিয়ে বলেছেন ঃ

وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَاَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى اِلَّامَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًافَاُولٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ـ

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই তাদের কর্মের জন্যে পাবে বহুগণ পুরস্কার। আর তারা (জান্নাতের) প্রাসাদসমূহে থাকবে। যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে।" (সাবা ঃ ৩৭-৩৮)

(খ) দুর্নীতি করার পিছনে স্ত্রী-সন্ততিদের প্রভাব ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্ত্রী-সন্তান-সন্ততিগণ মানুষের নিকট খুবই প্রিয় বস্তু। স্ত্রী-সন্তান-সন্ততিগণের মায়া-মমতায় পড়ে এমন কোন কাজ নাই, যা মানুষ করতে পারে না। শয়তান যখন কোন মুমিন বান্দাকে আয়ত্বে আনতে ব্যর্থ হয় তখন সে তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিদের অন্তঃকরণে প্রভাব বিস্তার করে। আর সেগুলো সংঘটিত হয় এভাবে যেমন ঃ কোন স্ত্রী বা তার কোন সন্তান কোন একটা বাসায় বেড়াতে গেল। সেই বাসায় যদি কোন বিলাসবহুল আসবাবপত্র বা অন্য কিছু দেখতে পায় তখন সেইগুলি পাওয়ার জন্যে তাদের অন্তঃকরণে লোভ-লালসা বা আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন

স্ত্রী তার স্বামীর কাছে এবং সন্তানরা তার পিতার নিকট বায়না ধরতে থাকে ঐসব দ্রব্য সামগ্রী পাওয়ার জন্যে।

তখন স্বামী বা সেই পিতা মরিয়া হয়ে উঠে স্ত্রী বা সন্তানের বায়না পূরণ করার জন্যে। স্ত্রী-সন্তানের মন রক্ষার জন্যে তখন সে বৈধ-অবৈধ, বাচ-বিচার না করেই ধন-সম্পদ আহরণের দূর্নীতির পথটি বেছে নিতে বাধ্য হয়। যেভাবেই হোক ধন চাই, সম্পদ চাই, গাড়ী চাই, বাড়ী চাই, ব্যাংক ব্যালেন্স চাই। তখন শুধু একটাই নেশা, চাই আর চাই। যত আছে তার চেয়েও আরো বেশী চাই, একাই সমস্ত দুনিয়ার বাদশাহী চাই। এভাবে আমরা নিজেদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিদের মাধ্যমেও প্রভাবিত হয়ে হরহামেশাই দুর্নীতি করেই চলেছি এবং সীমালংঘন করে আল্লাহর নিকট অপরাধীর খাতায় নিজের নামটিও লিপিবদ্ধ করাচ্ছি।

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ - وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ -

তাই দয়াময় প্রতিপালক সাবধান করে বলেছেন ঃ 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্যে পরীক্ষা। আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।' (তাগাবুন ঃ ১৫)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (মুনাফিকুন ঃ ৯)

(গ) দুর্নীতি করার পিছনে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং অসৎ সঙ্গের প্রভাব ঃ

দূর্নীতি আমাদের সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঢুকে গিয়ে সেটা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, দুর্নীতি একটা সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। কোন একটি বিবাহযোগ্য পাত্রীর বিবাহের জন্যে যদি কোন একটা চাকুরীজীবি পাত্রের সন্ধান আসে, সেই ক্ষেত্রেও পাত্রীর

অভিভাবকগণ ঘটকের নিকট সর্ব প্রথম জানতে চান, যে বরের উপরি ইনকাম বা বাড়তি আয় অথবা ঘুষ-টুষ আছে কিনা? যদি সে রকম কিছু থাকে তাহলে পাত্রীর অভিবাবকরাও সেই পরিমাণ যৌতুক দিয়েও সেই ঘুষখোর পাত্রের নিকট মেয়েকে বিবাহ দিতে অধিক আগ্রহী হন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে ঃ যে কি আর করবেন? আজকাল সমাজের নিয়ম-কানুনটাই ঐরকম হয়েছে। আর একজন চাকুরীজীবির বেতন ছাড়াও যদি বাড়তি কামাই না থাকে তাহলে তার সামাজিক মূল্যটাও কম। এই হচ্ছে আমাদের দুর্নীতির উপর সামাজিক প্রভাব।

অপরদিকে যখন কোন অফিসের শীর্ষ কর্মকর্তা নিজেই উৎকোচ, উপঢৌকনের নামে দুর্নীতি করেন, তখন তার নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিগণও দুর্নীতি করতে থাকেন। এমতাবস্থায় যদি সেই অফিসের দুই একজন ব্যক্তি দুর্নীতি না করে ভাল থাকার চেষ্টা করেন, তখন তার উপরোক্ত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও তার সহকর্মীরা তাকে ভাল থাকতে দিতে চান না। যদি সেই ব্যক্তিও দুর্নীতির সাথে জড়িত না হয়, তাহলে তার দ্বারা তাদের অপকর্মের থলের বিড়াল যদি কখনও প্রকাশ হয়ে পড়ে; এইজন্যে তার উপরে নানাভাবে দুর্নীতি করতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। তারপরেও যখন তাকে ঘায়েল করা যায় না, তখন তার উপর নেমে আসে বদলী আযাব। অর্থাৎ, তখন তার পা মাটিতে লাগে না। বদলীর উপর বদলীর আযাব-গজব তার ঘারের উপর চেপে বসে। যারা এই চাপ সহ্য করে টিকে থাকতে ব্যর্থ হন তিনিও তখন বাধ্য হয়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এভাবেও মানুষ সঙ্গদোষেও দুর্নীতি করছেন। অর্থাৎ, রক্ষকরাই যখন ভক্ষক হয়ে রাক্ষুসের মত ঘুস গিলতে থাকেন তখন দুর্নীতি দমন বা দুর্নীতি প্রতিরোধ কোনটাই কাজে আসে না। আমরা ইতিপূর্বেও দেখেছি এখনও দেখছি। যেখানেই থাকি না কেন, একটু চোখ খুলে দেখলেই সেই সকল দুর্নীতির চালচিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই দুর্নীতিবাজ নরখাদকরা একবারও চিন্তা করার অবকাশ পায় না যে, যাদের জন্যে দুর্নীতি করা হচ্ছে সেই স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন একদিন কোন কাজে আসবে না। উপরোক্ত যাদের ন্যায্য

অধিকার হরণ করে যে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হচ্ছে, সেগুলো কিয়ামতের বিচারের দিন তাদেরকে পাই-টু-পাই বুঝিয়ে দিতে হবে।

আর এ ব্যাপারেই দয়াময় প্রতিপালক বলেছেন : "তোমাদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন কিয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ (সেদিন) তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন। তোমরা যা করো তিনি (আল্লাহ) তা দেখেন।"

(মুমতাহিনাহ : ৩)

আর এ ব্যাপারে পবিত্র হাদীসের বর্ণনা :

'আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : কারো উপর তার ভাইয়ের মান-ইজ্জত অথবা অন্য কোন বিষয় সংক্রান্ত দাবি থাকলে সে যেন, আজই তার কাছে থেকে হালাল করিয়ে নেয় (অর্থাৎ তার প্রাপ্য তাকে ফেরত দিবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়) সেই দিন আসার পূর্বে, যে দিন দিনার-দেরহাম (টাকা-পয়সা) কিছুই থাকবে না। যদি তার কোন নেক আমল থাকে তাহলে তার জুলুম সমপরিমাণ তার থেকে নিয়ে নেয়া হবে। আর যদি নেকী না থাকে তাহলে দাবীদারের গুনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে।' (বুখারী)

অন্য একটি হাদীসের বর্ণনা : 'আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন পাওনাদারের পাওনা তোমাদরেকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এমন কি শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে শিংবিহীন ছাগলের বদলা নেয়া হবে।'

(মুসলিম)

দয়াময় প্রতিপালক শেষ বিচারের দিনের কথা বলেছেন :

'যারা নিজেদের দ্বীন (জীবন বিধান ইসলাম)-কে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারণা ও গোলক

ধাঁধায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, সুতরাং আজকের দিনে আমিও তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকবো যেমনিভাবে তারা এ দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং তারা আমার নিদর্শন ও আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল।' (আরাফ ঃ ৫১)

মরণব্যাধি দুর্নীতি থেকে বাঁচার উপায়

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনাগুলো করে আসলাম তাতে যুক্তির মাধ্যমে দুর্নীতির সৃষ্টিকারী ও কুমন্ত্রণাদাতা সম্পর্কে বাস্তব তথ্য উপাথ্যসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং দুর্নীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টাও করেছি। তাই বলছি আমরা মানব জাতি অত্যন্ত সহজ-সরল হৃৎপিণ্ড নিয়ে এ দুনিয়াতে আগমন করেছি। দুনিয়াতে এসে শয়তান ইবলিস আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে আমাদের পিছু নিয়েছে। আমরা একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি না। আর সে কথা দয়াময় প্রতিপালকও বলছেন এবং সেই শয়তানের কবলে পড়লে আমাদের কি করতে হবে, সে কথাও তিনি বলেছেন ঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۔ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে (তখন) আল্লাহর স্মরণ নিবে। তিনি সর্বোশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

(হা-মীম আস্ সাজদাহ ঃ ৩৬)

আর শয়তানরা কোন ব্যক্তিকে প্ররোচনা দিয়ে দুর্নীতিবাজ তৈরী করে, সে কথাও দয়াময় প্রতিপালক বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্যে নিয়োজিত করি এক শয়তান (মানুষ অথবা জ্বিনদের মধ্য থেকে) অতঃপর সেই হয় তার সহচর।" (যখরুফ ঃ ৩৬)

তিনি আরো বলেছেন ঃ 'তোমাদেরকে কি জানাবো, শয়তানরা কার নিকট অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।

(ও'আরা ঃ ২২১-২২২)

তাই আমাদেরকে যাবতীয় মিথ্যা থেকে প্রত্যাবর্তন করে সত্যের দিকে ফিরে আসতে হবে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত পবিত্র জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। আর সেই পবিত্র আল-কুরআনকে বুঝতে হবে যার যার প্রিয় মাতৃ ভাষাতেই।

পবিত্র আল-কুরআনকে নিজেদের মাতৃভাষায় বুঝে সেটাকেই নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত বা বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই আমরা ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবন সুন্দর-সাবলীল ও স্থিতিশীল করে অতিবাহিত করতে পারবো ইনশা-আল্লাহ।

আমরা এমনই নামধারী মুসলমান আছি যে, আল-কুরআন যে মানব জাতির জন্য একটি জীবন বিধান সেভাবে না মেনে তাকে একখানা সাধারণ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে শুধুমাত্র গ্রন্থখানার কভার বা আবরণ বা মলাটের উপর বিশ্বাস করি। কিন্তু সেই মলাটের ভিতরে যা আছে সেগুলিকে মানতে রাজী নই।

দুর্নীতি হচ্ছে অন্যের ন্যায্য অধিকার থেকে অধিকারীকে বঞ্চিত করে অবৈধভাবে সেই অধিকার নিজে ভোগ করা। এ কারণেই সমাজে নানা ধরনের অপরাধসমূহ সংঘটিত হচ্ছে এবং সে জন্যে জনজীবনে ধ্বংস ও বিপর্যয় নেমে আসে। তাই এ অকল্যাণ যাতে মানুষের জীবনে না আসতে পারে। পবিত্র আল-কুরআনে দয়াময় প্রতিপালক বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ـ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ـ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ـ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, গচ্ছিত (আমানত) বিষয় তার অধিকারীকে অর্পণ কর। এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর, তখন ন্যায়বিচার কর। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করেছেন; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী পরিদর্শক। (আল-নিসা ঃ ৫৮)

আর আমরা যারা দুর্নীতি করে অন্যের ন্যায্য অধিকারকে যে কোন অবৈধ পন্থায় ভোগ করছি এবং সেগুলিকে আবার আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্যে জমা করে রাখছি। আমরা কি একবারও চিন্তা করে দেখেছি বা খুঁজে দেখছি যে, এ ব্যাপারে আল-কুরআন কি বলছে? বৈধ-অবৈধ, বাচ-বিচার না করে ধন-সম্পদের পিছনে মরিয়া হয়ে ছুটছি তাদের জন্যে দয়াময় প্রতিপালক পবিত্র আল-কোরআনের মাধ্যমে বলেছেন ঃ

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা সমাধিসমূহে উপস্থিত হচ্ছ। এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে; আবার বলি, এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে। সাবধান! তোমাদের (আখেরাতের বিচারের দিনে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার) নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা (বৈধ-অবৈধ, বাচ-বিচার না করে অত্যাধিক ধন-সম্পদ সংগ্রহে) মোহাচ্ছন্ন হতে না। তোমরা (এর পরিণাম ও প্রতিফল হিসেবে) জাহান্নাম দেখবেই। আবার বলি; তোমরা তো ওটা দেখবেই চাক্ষুস প্রত্যয়ে এরপর সেদিন (আখেরাতে চূড়ান্ত বিচারের দিন) তোমরা তোমাদের সুখ ও সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে" (সূরা ঃ তাকাসুর)

উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশনাসমূহ যদি আমরা সকলেই মেনে চলি তাহলে কি সমাজে দুর্নীতি থাকতে পারবে? কিন্তু আমরাতো কুরআন পড়ি না। আর পড়লেও অর্থগুলো বুঝার চেষ্টা করি না। তাই আমাদেরকে পবিত্র আল-কুরআন নিজেদের মাতৃভাষায় অর্থসহ বুঝে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। পবিত্র আল-কুরআনকে নিজেদের মাতৃভাষায় বুঝে সেটাকেই নিজের

জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত বা বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই আমরা ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবন সুন্দর সাবলীল ও স্থিতিশীল করে অতিবাহিত করতে পারবো ইনশা-আল্লাহ।

উপসংহার

পরিশেষে এ কথাই বলতে চাই যে, একটি চলন্ত রেলগাড়ীর ইঞ্জিন ও তার সাথের সংযুক্ত বগিগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট লাইন বা সিপারের উপর দিয়ে চালিত হয়ে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রেলগাড়ীর ইঞ্জিন ও তার বগিসমূহের চাকাগুলো তার নির্দিষ্ট লাইন বা সিপারের উপর স্থির থেকে পরিচালিত হতে পারবে। তদ্রূপ মানবজাতিও একে অপর থেকে ব্যক্তিগত কল্যাণ, পারিবারিক কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক কল্যাণ তথা দুনিয়া এবং আখেরাতের মহাকল্যাণ লাভ করতে পারবে তখনি, যখন সমস্ত মানবমণ্ডলী আল্লাহর সৃষ্টির প্রকৃতির উপর যা নিয়ম-নীতির উপর অটল বা স্থির থেকে তাঁরই বিধানে নিজকে, পরিবারকে, সমাজকে তথা দেশ জাতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। আর তাই দয়াময় প্রতিপালক সকল মানব মন্ডলীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا . فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا . لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ . ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ . وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

"তুমি একনিষ্ট হয়ে নিজেকে দ্বীনে (আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর; যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই; এটা সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (রুম ঃ ৩০)

সুতরাং মানবমণ্ডলীকে পরম সৃষ্টিকর্তা যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তাঁর সেই নিয়মের বাইরে চললেই তাকে অবশ্যই লাইনচ্যুত রেলগাড়ীর ইঞ্জিন ও বগির মত মানব সমাজ থেকে ছিটকে পরে তাকে নোংরা, পঁচা, নালা-নর্দমায় তলিয়ে গিয়ে হাবু-ডুবু খেতে হবে। যার প্রমাণ মাঝে মধ্যে আমাদের সমাজে দেখতে পাই। এটা হচ্ছে তার জন্যে এ দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী সাময়িক শাস্তি, যাতে সে আল্লাহর প্রকৃতির দিকে ফিরে আসে। এ ব্যাপারেই সুমহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

"মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলভাগ ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কৃতকর্মের শাস্তির স্বাদ (দুনিয়াতেও) আস্বাদন করানো হয়, যেন তারা (অপরাধ থেকে আল্লাহর পথে) প্রত্যাবর্তন করে।" (সূরা রূম ঃ ৪১)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

অর্থাৎ, ঐসব বিপদ-আপদ, আযাব-গযবের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে যাতে তারা সঠিক পথে চলে কল্যাণ লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি তাতেও সে ব্যর্থ হয় তাহলে আখেরাতে তার জন্যে রয়েছে আরো ভয়াবহ কঠিন শাস্তি। আর সে দিনের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

"সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন (একমাত্র) আশ্রয়স্থল হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, সে কি (আমল) অগ্রে (আখেরাতের জন্যে) পাঠিয়েছে? ও কি (আমল) পশ্চাতে (দুনিয়াতে) রেখে গেছে? বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত; যদিও সে (দুনিয়াতে) নানা অযুহাতের অবতারণা করে।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ ১০-১৪)

আর আমরা যাদের জন্যে দূর্নীতি করে নিজের পাপের আমলনামা ভারী করছি, সেই কিয়ামতের দিন তাদের কেউই কোন কাজে আসবে না। কারণ দয়াময় প্রতিপালক সেদিনের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন ঃ "সেদিন মানুষ

পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে এবং তারা মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে; সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।" (সূরা ঃ আ'বাসা ঃ ৩৪-৩৭)

দয়াময় প্রতিপালক আরো বলেছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ـ لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ـ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ـ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ـ

"সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে (কবর থেকে) বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে।"

(সূরা যিলযাল ঃ ৬-৮)

সুতরাং সকল প্রকার দুর্নীতি আমানত আত্মসাৎসহ যাবতীয় সামাজিক অপকর্মের শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সমস্ত মানব মণ্ডলীকে আল্লাহর সৃষ্টির প্রকৃতির উপর অটল থেকে পবিত্র আল-কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলতে হবে এবং তাকে নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহাকল্যাণ উপভোগ করতে পারবো। আর তাই দয়াময় প্রতিপালক বলেছেন ঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

"আর আমি এই কিতাব (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যা বরকতময় ও কল্যাণময়, সুতরাং এটাকে (জীবনের সর্বক্ষেত্রেই) অনুসরণ করে চল এবং এর (যাবতীয় প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় যারা নিয়োজিত তাদের) বিরোধীতা হতে বেঁচে থাকো; (তাহলে) হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।" (সূরা ঃ আন'আম ঃ ১৫৫)

দয়াময় পরম দয়ালু সুমহান প্রতিপালক আমাদের সমস্ত মানবমণ্ডলীকে তাঁর পবিত্র আল-কুরআন ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নাহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলে, সকলকেই শয়তান ইবলিস ও তার দলবলের কবল থেকে মুক্ত করে, সকলের সম্মিলিত সমবেত প্রচেষ্টায় একটি দুর্নীতি মুক্ত ও সকল প্রকার সামাজিক অবক্ষয়মুক্ত পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার তাওফিক দান করুন। আমিন!

সমাপ্ত